22

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৯

এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি

খেন চান রাজ

লাইব্রেরী কর্নার

বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ প্রতিষ্ঠানটি। ঠিকানা ঃ ৫, পুরানো সেক্রেটারিয়েট রোড, নিমতলি, রমনা, ঢাকা। এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫০০ জন। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই গবেষক। এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্দেশ্য এশিয়ার মানুষ ও তার সংস্কৃতি গবেষণা করা। এশিয়াটিক সোসাইটির রয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। রয়েছে অতি মূল্যবান 'ট্রাস্ট ফান্ড'। বর্তমানে মোট ১২টি 'ট্রাস্ট ফান্ড' রয়েছে। এ ফান্ডে সংরক্ষিত রয়েছে অতি মূল্যবান পুস্তকসমূহ।

এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব পাবলিকেশন রয়েছে। এ পাবলিকেশন থেকে প্রতিবছরই বিভিন্ন গবেষকের মূল্যবান বই প্রকাশিত হয়ে থাকে। এশিয়াটিক সোসাইটি'র লাইব্রেরিতে ইতিহাস ভিত্তিক বইয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রায় ১৪,০০০ থেকে ১৮,০০০ হাজার বই ও জার্নাল রয়েছে লাইব্রেরিতে। এখানে যারা সদস্য তারাই শুধুমাত্র লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে। সদস্য ছাড়া যারা লাইব্রেরির বই ব্যবহার করতে চায় তাদেরকে কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করতে হয়, অর্থাৎ অনুমতি নিতে হয়। তাদেরকে লাইব্রেরিতে বসেই পড়তে হয়। লাইব্রেরির সদস্য হওয়ার কতগুলো নিয়ম রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এ লাইব্রেরি এশিয়াটিক সোসাইটির ভিন্ন কোন অংশ নয়। এখানকার সদস্য হতে হলে একাডেমিক জার্নাল এ পাবলিকেশন থাকতে হবে। একজন উৎসাহী ব্যক্তিকে এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক মিটিং, সেমিনারগুলোতে অংশগ্রহণ করতে হয়। সদস্য হওয়ার পর তাকে বছরে দু'শ' টাকা করে দিতে হয়। এককালীন দিতে হয় ১৫০০ টাকা।

এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সদ্য প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে, সিরাজুল ইসলামের বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১ (তিন খন্ড), ওয়াকিল আহমদ–এর বাঙালির দর্শন চিন্তা (১৯৯৩), তোফায়েল আহম্মদ–এর ঢাকার বাণিজ্যিক কারুকলা ঃ পিতল–চামড়া–কাতান (১৯৯৩)। আরও রয়েছে মফিজুর ইসলাম পাটোয়ারী, আবদুল করিম, মুনতাসীর মামুন, জুলেখা হক–এর গ্রন্থসহ প্রায় ৩০টির মত পুস্তক। পুরানো পাবলিকেশনগুলোর মধ্যে রয়েছে জিয়াউদ্দিন আহমেদ–এর Al Masnad Min Masa it Ahmed bin Muhammed bin Hunbal (1975), S. M Imamuddin-Fr The Tarikh-1 Bangladesh, হারুন–অর–রশিদ–এর "A Syostematic list of the Buido of East Pakistan (1967) সহ প্রায় ১৬টি বই। এসব বইয়ের সংখ্যা খুবই সীমিত। এশিয়াটিক সোসাইটি এসব সংরক্ষণ করে চলেছে। এসব সীমিত বইগুলো রিনিউ করা হয় না। যার ফলে সদস্যদেরকে এগুলো লাইব্রেরিতে বসেই পড়তে হয়। তবে সদস্যরা অন্য বইগুলো বাসায় নিয়ে যেতে পারে ১৫ দিনের জন্য। নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি সময় হলে তাকে চিঠি পাঠানো হয়। কোন বই হারিয়ে ফেললে সদস্যকে সে বই কিনে দিতে হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে মোটামুটি সব বিষয়ের বই–ই রয়েছে। ইতিহাস ভিত্তিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক, সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের বই এখানে রয়েছে। একজন উৎসাহী পাঠক যেকোন বিষয়ের বই পেতে পারেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত লাইব্রেরিটি খোলা থাকে। সরকারি ছুটির দিন বন্ধ থাকে।